ফাতওয়া নাম্বার: ১৬১ প্রকাশকালঃ১৮-০৩-২০২১ ইং

নারীদের জন্য নাকফুল পরার হুকুম কী?

প্রশ্নঃ

নারীদের জন্য নাকফুল পরার হুকুম কী? পরা কি বৈধ? বৈধ হলে পরা কি জরুরি? না পরলে কি কোনো ক্ষতির আশংকা আছে?

প্রশ্নকারী- মাওলানা আব্দুর রহমান

উত্তর:

নাকফুল নারীদের বৈধ সাজ সজ্জার অন্তর্ভুক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও নারীরা নাকফুল পরতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে বাধা দিতেন না। সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে এসেছে,

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها.

(كتاب اللباس،باب القرط للنساء، رقم: ٥٨٨٣، ج: ٢، ص: ٨٧٤،ط:المكتبة المظهرية،كراچی)

“ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন ... (নামায শেষে) নারীদের কাছে গেলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বেলাল রা.। তিনি নারীদেরকে সাদাকা করার নির্দেশ

দিলেন। নারীরা তাদের নাকফুল দিয়ে দিলেন।” –সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৮৩

ফতোয়া কাজিখানে বলা হয়েছে,

ولابأس بثقب أذن الطفل لأنهم كانوا يفعلون ذلك فى الجاهلية ولم ينكر عليهم ذلك رسول الله ﷺ.

–الخانية على هامش الهندية، كتاب الحظر والاباحة، باب مايكره من النظر والمس للأقارب والأجانب ومالايكره، فصل فى الختان،٣/٤١٠،ط: دارالصادر

“মেয়েশিশুর নাক ফোঁড়াতে অসুবিধা নেই। কারণ জাহেলি যুগে সবাই তা করত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে বাধা দেননি।” –ফতোয়া কাজিখান: ৩/৪১০

তবে নাকফুল পরা জরুরি নয় এবং এনিয়ে সমাজে যেসব রেওয়াজ চালু আছে, যেমন স্বামী থাকলে নাকফুল পরা জরুরি; না পরলে ক্ষতি হয়, এসব সম্পূর্ণ কুসংস্কার। শরীয়তে এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই।

فقط، والله تعالى أعلم بالصواب

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু)

২৬-০৭-১৪৪২ হি.

১১-০৩-২০২১ ইং